যুগান্তর

26/2/2000

তারিখ ... ...
পৃঃ 4 কলাম .. 4......

মেয়েদের উপবৃত্তি/বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ প্রসঙ্গে

আমাদের দেশের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। আর নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য উপবৃত্তি, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার মেয়েদের স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার বিষয়ে নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হইয়াছে। এই প্রতিশ্রুতিও প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু আমাদের এই সমাজে অনেক দরিদ্র পরিবারের ছেলে অর্থাভাবে বই-খাতা ক্রয় করিতে না পারিয়া লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। বিদ্যালয়ে না গিয়া পিতার সাহায্যকারী হিসাবে তাহারা ক্ষেত-খামারে কাজ করিতেছে। এই ঢাকা শহরেই কত ছেলে অর্থাভাবে লেখাপড়ার ইতি টানিয়া কাগজ কুড়াইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? যেমন দুই ভাই সুহেল ও জুয়েল থাকিত মিরপুর বস্তিতে। এখন যাযাবর। প্রতিদিন ৭০/৮০ টাকার কাগজ বিক্রয় করে। সুহেলের ইচ্ছা, টাকা জমাইয়া ছোট ভাই জুয়েলকে অনেক লেখাপড়া করাইবে। এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যাইবে। তাই দরিদ্র পরিবারের ছেলে, যাহারা অর্থাভাবে শিক্ষা জীবনের ইতি টানিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদের কথাও চিন্তা করা উচিত। অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়েদের পরিবর্তে অনাথ-অসহায় ছেলেরা যাহাতে উপবৃত্তি/বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ পায়, সেজন্য মেয়েদের স্থলে গরীব ছেলে-মেয়েদের কথা উল্লেখের জন্য বিনীত আবেদন রহিল।

মোঃ মহিদুল হাসান (মুক্তার),
২৮ কলাবাগান,
ধানমন্ডি, ঢাকা।